উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
ঋষি বঙ্কিম সরনী
বারাসাত

স্মারক নং ০৮/ /(এন)/জেড.পি/নিলাম/ তারিখ : ২/১/২০১৪ ২০১৫

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ভবানীপুর-ভূরকুন্ডা ফেরীঘাটটির নিলামডাক আগামী ২১।০১।১৫ তারিখ বেলা ১২টায় পরিষদভবনে লিভ ও লাইসেন্সের মাধ্যমে দখল প্রদানের দিন থেকে ১ (এক) বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে।

ফেরীঘাটের তালিকা ও জেলা পরিষদ কতৃক অনুমোদিত ভাড়ার তালিকা সংযোজিত করা হল।

02/01/15
জেলা বাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

ক) নিলামে অংশগ্রহনের যোগ্যতাঃ-

১। জেলার স্থায়ী অধিবাসী, যার স্বনামে জেলায় যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি আছে অথবা জেলায় অবস্থিত বিধিবদ্ধ পার্টানারশিপ কোম্পানী অথবা সমবায় সমিতি অথবা জেলায় অবস্থিত স্বর্ণজয়ন্তী প্রকল্পে অন্তত: প্রথম গ্রেড পাশ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী।

২। নিলামে অংশগ্রহনের আবেদন জানিয়ে নির্দিষ্ট দিনে অন্তত দুই ঘন্টা আগে ব্যাঙ্ক ড্রফট/নগদ এর মাধ্যমে 'আরনেস্ট মানি', আবেদনপত্র ও যোগ্যতার সপক্ষে প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট "North 24 Parganas Zilla Parishad" এর নামে তৈরি করতে হবে।

৩। আবেদন পত্রের সঙ্গে আয়কর দপ্তরের প্যানের প্রত্যয়িত নকল, ২০১৪-২০১৫ সালের বৃত্তিকর জমা দেবার শংসাপত্রের প্রত্যায়িত নকল, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত শংসাপত্রের প্রত্যায়িত নকল, ভোটার পরিচয় পত্র (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) এবং সংশ্লিষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ বসবাস প্রমান পত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা করতে হবে। কোম্পানী বা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নথিভুক্তি করনের শংসাপত্রের প্রত্যায়িত নকল জমা করতে হবে।

৪। দরখাস্তের সঙ্গে নির্দিষ্ট বয়ানে ১০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে নোটারী প্রত্যায়িত হলফনামা জমা দিতে হবে। হলফনামার বয়ান সংযোজিত হল।

৫। প্রত্যেক বৈধ অংশগ্রহনকারীর পক্ষে মাত্র একজন নীলাম কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

খ) নিলামে অংশগ্রহনের অযোগ্যতাঃ-

১। অংশগ্রহনকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সংস্থার কোন সদস্য অথবা আধিকারিকের নিকটাত্মীয় (যথা স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা) হলে।

২। ফেরী পারাপারের জন্য উপযুক্ত নৌকা অন্তত ২ টির বন্দোবস্ত, অন্তত ২জন উপযুক্ত মাঝী ও ৪জন সহকারীর প্রাপ্য বেতন ও অন্যান্য আর্থিক দায়ভার ৬ মাসের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে বহন এবং ঘাটের স্থায়ী পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষনের আর্থিক সামর্থ, আপাতগ্রাহ্য ভাবে না থাকলে।

৩। আর্থিকভাবে 'ইনসলভেন্ট' ঘোষিত হলে।

৪। ইতিপূর্বে জেলা পরিষদ দ্বারা প্রাপ্ত কোনো দায়িত্ব পালনে শর্ত ভঙ্গ হয়ে থাকলে।

৫। অসম্পূর্ণ অথবা ভুল তথ্য দেওয়া হলে।

৬। উপরে উল্লোখিত 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাবলীর অধিকারী না হয়ে থাকলে।

৭। নিলামে অংশগ্রহণকারী প্রথম ও দ্বিতীয় ডাকদাতা বিবেচিত হওয়ার পর ডাকের টাকা জেলা পরিষদে নির্দিষ্ট দিনে জমা দিতে অসর্মথ হলে সেই সময় থেকে পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত তিনি/তাঁরা নিলামে অগশগ্রহন করতে পারবেন না।

গ) শর্তাবলীঃ

১। ইচ্ছুক ডাকদাতাকে নিলাম ডাকের দিনে উল্লোখিত ফেরীর পার্শ্ববর্ণিত পরিমাণ অর্থ আমানত বাবদ (আর্নেস্ট মানি) জমা রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডাককারী ব্যতিরেকে অন্যান্য ডাককারীদের আমানতের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত আমানতের টাকা যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোলকাতা শাখায় ভাঙ্গানো যাবে এমন 'ব্যাঙ্ক ড্রাফট' -এর মাধ্যমে পরিষদের নামে জমা করতে হবে। এছাড়া পরিষদের ক্যাশিয়ারের কাছে নগদে টাকা জমা দিয়ে ও মানি রিসিট (রসিদ) সংগ্রহ করা যাবে।

২। নিলামের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তিনজন ডাক দাতার উপস্থিতি বাধ্যতামুলক।

৩। নিলামে নূন্যতম ২০০০ (দুই হাজার) টাকা বাড়িয়ে ডাকদাতাগনকে প্রতিবার ডাক দিতে হবে।

৪। সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাটের নিলামের সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে নীলামের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ডাকের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ টাকা সেই দিন অথবা অব্যবহিত দরের কাজের দিনে বিকাল ৪ টার মধ্যে ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে (যা কলকাতাস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় ভাঙ্গানো যাবে) বা নগদে জেলা পরিষদে জমা দিতে হবে। ডাক মূল্যের অবশিষ্ট টাকা (১ম কিস্তি বাদ দিয়ে) ডাকের পরবর্তী ৭ (সাত) টি কাজের দিনের দুপুর ২ টার মধ্যে জেলা পরিষদের ক্যাশিয়ারের কাছে রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাঙ্কের উপর কাটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা নগদে জমা দিতে হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডাকদাতা (যেমন প্রযোজ্য হবে) নির্দিষ্ট সময়ে টাকা জমা দিতে না পারলে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের থাকবে।

৫। সর্বোচ্চ ডাকদাতা সমুদয় টাকা উল্লিখিত শর্তানুযায়ী জমা দিতে না পারলে ডাকদাতার জমা রাখা আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ডাকদাতাই ডাকের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে অসমর্থ হলে ফেরীঘাট বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদ যথাসময়ে গ্রহন করবে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তির কোন দাবী বা আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

৭। জেলা পরিষদের অপর নির্বাহী আধিকারিক দ্বারা মনোনীত আধিকারিক নিলামে প্রদত্ত দর লিপিবদ্ধ করবেন।

৮। ডাকের অর্থ জমা হবার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে নিলাম কমিটি অথবা এই কমিটির পক্ষে অপর নির্বাহী অধিকারিক নিলাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন এবং ফেরীঘাটের ইজারা প্রাপকের নাম ঘোষণা করবেন। এই ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে ইজারা প্রাপককে কবুলিয়ত সম্পাদন করে ঘাটের দখলনামা সংগ্রহ করতে হবে, অন্যথায় ইজারা প্রাপক উক্ত সুযোগ স্থায়ীভাবে হারাতে পারেন। কবুলিয়ত নির্দিষ্ট বয়ানে সম্পাদিত হবে ও ইজারা প্রাপক নিজ ব্যয়ে বারাসাতের রেজিষ্ট্রী অফিসে তা নিবন্ধিত করবেন। কবুলিয়াতের বয়ান অত্র কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

৯। ইজারা প্রাপক জমা থাকা 'আরনেষ্ট মানি' মোট ডাক মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

১০। ইজারা প্রাপকের ইজারার মেয়াদ শুরুর প্রথম দিনেই কবুলিয়তের শর্ত অনুযায়ী নৌকা, মাঝি-মাল্লা, ইত্যাদির সংস্থান করতে হবে ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নৌকার ভিতরে ও ঘাটে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অথবা জেলা পরিষদের প্রতিনিধি বিষয়টি পরীক্ষা করবেন। ইজারা প্রাপকের গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হলে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ইজারা প্রাপকের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

১১। ইজারা প্রাপকের ঘাটের স্থায়ী পরিকাঠামো যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন ও জেটি তথা জেটি পথের ব্যবস্থা নিজ ব্যায়ে করতে হবে যে ফেরীঘাট ও নদীর ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নিলাম হয়েছে এবং নিলামকালীন পরিস্থিতি পরবর্তীকালে বদল হলে তার দায় জেলা পরিথদের উপর বর্তাবে না।

১২। সর্বোচ্চ ফেরী মাশুল জেলা পরিষদের উপবিধি বা প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৩। যাত্রী মাশুল সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তা প্রশাসনিক স্তরে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে ইজারাদার এ বিষয়ে জেলা পরিষদ কোনও অভিযোগ দায়ের করলে তা প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৪। সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাটের পারাপারের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী টোল আদায় করিতে ইজারাদার বাধ্য থাকিবে।

১৫। খেয়াঘাটের দুপাশে ইজারাদারকে নিজ খরচায় পর্যাপ্ত আলো, জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৬। ইজারাদার মেয়াদ উর্ত্তীর্ন হইবার পর ফেরীঘাটের পূর্ণ খাস দখল জেলা পরিষদের অনুকুলে বর্তাইবে।

১৭। ফেরী ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দায়িত্ব ইজারাদারের। পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কোন নিয়মাদি থাকিলে তাহা ইজারাদার স্থানীয় নিয়ম হিসাবে পালন করিবেন।

১৮। লীজ গ্রহীতা নৌকার আয়তন অনুযায়ী ভারবহন ও লোকপারাপার করাবেন। অতিরিক্ত ভারবহন বা লোকবহনের জন্য কোন দূর্ঘটনা ঘটিলে ইজারাদার তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

১৯। লীজ গ্রহীতা কোনরুপ বেআইনি দ্রব্য পারাপার ও পাচারের কাজে লিপ্ত হলে তার ডাক বা ইজারার মেয়াদ সাথে সাথে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২০। নদীর কোন একপাড় থেকে অন্য পাড়ে যাবার জন্য যাত্রী অপেক্ষমান থাকিলে সর্বাধিক ৩০ মিনিটের ব্যবধান ফেরী চালাতে হবে এবং কোনো স্পেশাল ফেরী চালানো যাবে না। দিনের প্রথম ও শেষ ফেরীর সময়, লোকসংখ্যা ও মালের ওজন অমান্য করা যাবে না। দিনের প্রথম ফেরী সাধারন ভাবে অন্ততঃপক্ষে সকাল ৫টায় শুরু করতে হবে এবং শেষ ফেরী অন্তত রাত ৯ টা অবধি চালাতে হবে। তবে কোন বিশেষ অবস্থায় বা জরুরী প্রয়োজনে বা নির্বাচন চলাকালীন এই সময়সীমা দীর্ঘায়িত হতে পারে।

২১। সর্বোচ্চ নির্ধারিত যাত্রী সংখ্যা ও মালের ওজন অমান্য করা যাবে না।

২২। ইজারাদার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফেরীর পুনঃবন্দোবস্ত দিলে অথবা এই নোটিশ বর্ণিত কোনো শর্ত ভঙ্গ বা অমান্য করে ডাকে অংশ নিয়ে ইজারা লাভ করলে ইজারা বাতিল ও দখল নামা প্রত্যাহার করে নেবার ক্ষমতা জেলা পরিষদে থাকবে। এ ক্ষেত্রে ডাকের জমা অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ন বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের থাকবে।

২৩। ইজারা দান সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা জেলা পরিষদের উপবিধি বা সিদ্ধান্ত সকল পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে। ইজারা দান সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য ইজারাদারকে প্রথমে নিলাম কমিটির কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হবে।

২৪। নিলামের সময় থেকে ইজারার মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের অন্তর্বর্তী বা চুড়ান্ত আদেশনামা জারি হলে, তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইজারাদার জেলা পরিষদের উপর কোনো আর্থিক দায় চাপাতে পারবে না।

২৫। দখলনামা জারীর দিন থেকে ইজারা স্বত্ব-এর সময়কাল শুরু হবে।

২৬। মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বে বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদ মেয়াদসীমা হ্রাস অথবা বন্দোবস্ত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বাকী সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আনুপাতিক হারে জেলা পরিষদকে ফেরত দেবে।

২৫। দখলনামা জারীর দিন থেকে ইজারা স্বত্ব এর সময়কাল শুরু হবে।

২৬। মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বে বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদ মেয়াদসীমা হ্রাস অথবা বন্দোবস্ত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বাকী সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আনুপাতিক হারে জেলা পরিষদ ফেরত দেবে।

হলফনামা

আমি শ্রী/শ্রীমতি.....বয়স.....বছর, পিতা/স্বামী .....স্থায়ী বাস গ্রাম .....পোঃ ....., থানা ....., জেলা ....., পেশা ....., ধর্ম..... ব্যাক্তিগত ভাবে এবং ..... (সংস্থার নাম) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত পদাধিকারী .....উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের স্মারক নং .....তারিখ.....এর অধিনে প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তির 'ক', 'খ' ও 'গ' অনুচ্ছেদ সমূহের অধীনে বর্ণিত বিষয় ও শর্তাবলী পাঠ করিয়াছি ও ইহার মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়াছি কবুল করিতেছি যে, আমি/আমার সংস্থা নিলামে অংশ গ্রহনের জন্য এবং ইজারার জন্য নির্বাচিত হইলে তাহা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতার অধিকারী এবং কোনোভাবেই ইহার অযোগ্য নহি ও নহে এবং একই সঙ্গে এই মর্ম্মে অঙ্গীকার করিতেছি, ইজারা লাভ করিলে আমি ও আমার সংস্থা উক্ত নিলাম বিজ্ঞপ্তির সকল শর্ত এবং প্রচলিত যাত্রী ভাড়া আদায় করিতে বাধ্য থাকিব।

.....

.....

..

.....

স্থানে.....তারিখে.....।

সাক্ষী

স্বাক্ষর করিলাম

নাম ঠিকানা স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

ফেরীর তালিকা

ফেরীঘাটের নাম	ব্লকের নাম	থানার নাম	নীলামডাকের তারিখ	নুন্যতম বার্ষিক ডাকের পরিমান	আমানতের পরিমান বা আর্নেষ্টমানি (ইজারা মূল্যের ২৫ শতাংশ)	প্রাস্তাবিত ইজারাকাল
ভবানীপুর ভূরকুন্ডা	হাসনাবাদ	হাসনাবাদ	২১।০১।২০১৫	১৫,০২,০০০=০০	৩,৭৫,৫০০=০০	১(এক) বছর

ভাড়ার তালিকা ঃ-

ফেরীর নাম ভবানীপুর ভূরকুন্ডা ব্লক ও থানা- হাসনাবাদ, পারাপারের মূল্য জনপ্রতি ১=০০ টাকা।

এছাড়াঃ- ১। যাত্রীযুক্ত সাইকেল প্রতি ২=০০টাকা।
২। প্রতিটি গবাদিপশু ৫=০০টাকা।
৩। আরোহীসহ মটরসাইকেল ৪=০০ টাকা। (প্রতিবার)
৪। প্রতিটি ভ্যান ৩=০০ টাকা। (প্রতিবার)
৫। এক থেকে দেড় মন ওজনের ঝুড়ি/বস্তা ৩=০০ টাকা (প্রতিবার)
৬। দেড়মন ওজনের অতিরিক্ত মাথাপিছু ২=০০ টাকা।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিটির অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

০২/০২/১৫
জেলাবাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

স্মারক নং ০৮/৯(১৩)/(এন)জেড.পি তাং- ২/৯/২০১৫

পত্রের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও বহুল প্রচারের জন্য প্রেরিত হলঃ-

১। অধ্যক্ষ, জেলা কাউন্সিল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

২। সচিব, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

৩। উপ-সচিব, উত্তর ২৪ পরগনা জেপা পরিষদ।

৪। অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মুখ্য গনন আধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

৫। মহকুমা শাসক, ...।

৬। কর্মাধ্যক্ষ, বন-ও-ভূমি স্থায়ী সংস্কার সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

৭। কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সংস্কার সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

৮। কর্মাধ্যক্ষ, খাদ্য ও সরবরাহ সংস্কার সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

৯। জেলা বাস্তুকার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

১০। সভাপতি,..পঃ সমিতি।

১১। প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত।

১২। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, ...পঃ সমিতি।

১৩। নির্বাহী আধিকারিক, ...পঞ্চায়েত সমিতি, পত্রে উল্লেখিত দিন, সময় ও স্থানে নীলামডাকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সংবাদ সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান মহাশয়ের গোচরে আনার এবং সংশ্লিষ্ট খেয়াঘাট ও পুকুরঘাটগুলিতে পরিষদের প্রেরিত বিজ্ঞাপনটি টাঙানোর ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করছি ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য।

১৪। আপ্ত সহায়ক, সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

১৫। আপ্ত সহায়ক, অপর নির্বাহী আধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

১৬। সহঃবাস্তুকার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ, আপনাকে নীলামডাকের দিন উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি। এছাড়াও সমস্ত খেয়াঘাট ও পুকুরঘাটের সন্নিকট অঞ্চলে মাইক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ করছি। সংশ্লিষ্ট খরচের বিল অত্র অফিসে পাঠালে প্রদান করা হবে।

১৭। ....আপনি পরিষদের ....পুষ্করিনীর/খেয়াঘাটের ইজারাদার। পত্রে উল্লোখিত সুচিনুযায়ী নীলামডাক নির্ধারিত হয়েছে। আপনি ইচ্ছুক থাকলে ডাকে অংশগ্রহন করতে পারেন।

১৮। ....আপনি ইচ্ছুক থাকলে ডাকে অংশগ্রহন করতে পারেন।

১৯। ....আপনার অবগতির জন্য।

০২/০৯/১৫

(জেলা) বাস্তুকার

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
ঋষি বঙ্কিম সরনী, বারাসাত
কলকাতা -৭০০১২৪

স্মারক নং ০৭/ /(এন)জেড.পি তাং ০২/০১.২০১৫

নিলাম সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারানকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিষদভবনে ০২।০১।২০১৫ তারিখ বেলা ১২টায় আহুত ভবানীপুর ভূরকুন্ডা ফেরীঘাটের নীলামডাক বিজ্ঞপ্তিতে কিছু ত্রুটি থাকায় ঐ নিলামডাক অদ্য স্থগিত করা হল। এই নিলামডাকের বিজ্ঞপ্তিটি পুনরায় প্রকাশিত হবে।

০২.০১.২০১৫
সচিব
উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ